দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ......

বুয়েটে উভয় পক্ষই অনড়

● অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত ● প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপাচার্যের সাক্ষাৎ ● আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ভিসি ও প্রো-ভিসির অপসারণের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সংকট ঘনীভূত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ এ দুই কর্তা ব্যক্তির অপসারণের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট পালন ও দিনভর বিক্ষোভ করেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। ভিসি এবং প্রো-ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি তারা প্রত্যাহার করবেন না বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। অন্যদিকে অপসারণের দাবিকে 'অনৈতিক, বায়বীয় এবং পদলোভের কারণে সৃষ্ট' আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ভিসি এবং প্রো-ভিসি। কোনো অনিয়ম প্রমাণ করতে পারলে তারা নিজেরাই পদত্যাগ করবেন। এদিকে শিক্ষকদের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়েছে বুয়েট এলামনাই এসোসিয়েশন। এ অবস্থায় গতকাল সন্ধ্যায়ই প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন বুয়েটের ভিসি এবং প্রো-ভিসি।

বুধবারের দিনভর অবস্থান ধর্মঘটের পর গতকাল সকাল থেকে ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন এই আন্দোলনের সাথে সংহতি জানায়। শিক্ষার্থীদের ভিসি এবং প্রো-ভিসি বিরোধী স্লোগানে উত্তাল ছিল ক্যাম্পাস। গতকাল নিয়মিত অফিস করেননি বুয়েটের ভিসি। বৃষ্টিতে ভিজেও ভিসি এবং প্রো-ভিসির বিরুদ্ধে অবস্থান ধর্মঘটে স্লোগান দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের পাশেই ছিলেন শিক্ষকরা।

দুই পক্ষই অবস্থানে অনড় : বুয়েটের ভিসি ও প্রো-ভিসি এবং আন্দোলনকারীদের অনড় অবস্থানের কারণে অনিশ্চয়তায় পড়েছে গোটা বুয়েট। নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা শংকার মুখে পড়েছে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ভিসি ও প্রো-ভিসির অপসারণ ছাড়া এ অচলাবস্থা নিরসন হবে না। শান্ত হবে না উত্তাল পরিস্থিতি।

অপসারণের দাবিতে চলা আন্দোলনকে অনৈতিক আখ্যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

বুয়েটে উভয় পক্ষই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, 'শিক্ষক সমিতি ১৬ টি অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে এনেছে। এগুলো ভিত্তিহীন এবং এগুলোর উদ্দেশ্য অনৈতিক। তিনি বলেন, তাদের অভিযোগগুলো বায়বীয়। আমি সততা ও দক্ষতার সাথে বুয়েট পরিচালনা করছি। কোনো অনিয়ম বুয়েটে হয়নি। সিন্ডিকেটে গঠিত তদন্ত কমিটি ও প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে শিক্ষক সমিতি। তিনি বলেন, তাদের অভিযোগগুলো তৃতীয় পক্ষ দিয়ে তদন্ত করা হোক। তৃতীয় পক্ষের প্রতিবেদনে আমাকে দোষী প্রমাণিত করলে, আমি পদত্যাগ করব। এক মুহূর্তের জন্যও পদ ধরে রাখবো না। তবে এখন শিক্ষকদের 'অনৈতিক' দাবির মুখে পদত্যাগ করলে তা অনৈতিক হবে।'

তিনি বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এটিও না মানলে আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু পদের লোভেই তারা আন্দোলন করছেন।

অন্যদিকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, ভিসি এবং প্রো-ভিসি অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন। এখন আর কোনো তদন্ত নয়। সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক আন্দোলনে নেমেছেন। এখানে তদন্তের প্রয়োজন নেই। তাদেরকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। তাদের পদত্যাগের পর তদন্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের দাবি এবং চেতনার প্রতি ভিসি সম্মান দেখাননি। তিনি ভুল এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে অনৈতিক আখ্যা দিচ্ছেন। শিক্ষক সমিতি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সেগুলো সুরাহা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে নজর দেননি। বরং অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। এখন আর আন্দোলন থেকে পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ভিসি এবং প্রো-ভিসির পদত্যাগ ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করবে না।

ডিন-বিভাগীয় প্রধানদের পদত্যাগ

গত বুধবার ভিসি এবং প্রো-ভিসির প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন বুয়েটের ২৪ জন ডিন, বিভাগীয় প্রধান এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালক। ঐ পদত্যাগকে 'দাবি আদায়ের কৌশল' বলে আখ্যা দিয়েছেন বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, তাদের পদত্যাগ নিয়ম অনুযায়ী হয়নি। পৃথক পত্রে পদত্যাগপত্র জমা দিলে তা গ্রহণ করা যায়। একটি মাত্র পত্রে পদত্যাগ হয় না। অনৈতিক দাবি আদায়ে অনৈতিক পথ অবলম্বন করেছেন তারা। অনেককে পদচ্যুত করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের চাপে ফেলে গণপদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর নিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ব্যবস্থা রয়েছে আন্দোলনকারীদের জন্য!

গতকাল বিকালে নিজ বাসভবনে প্রেস ব্রিফিংকালে ভিসি নজরুল ইসলাম বলেন, বুয়েটের সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়-দায়িত্ব আমাদের উপরও পড়ে। তবে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন শিক্ষকদের একটি অংশ। তারা অপপ্রচার করেছেন। যে অভিযোগগুলো তারা এনেছেন তার একটিও প্রমাণ করতে পারলে আমি পদত্যাগ করব। এজন্য তারা চাইলে তৃতীয় কোনো পক্ষ দিয়ে তদন্ত করতে পারেন।

তিনি বলেন, যে উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, সেটি সফল হবে না। পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হলে এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার জন্য গতকাল বিকালে গণভবনে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রো-ভিসিসহ সিন্ডিকেটের আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। বিকাল সোয়া ছয়টা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত তারা বৈঠক করেন। এসময় আন্দোলনরত শিক্ষকদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভিসি এবং প্রো-ভিসিকে পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৈঠকশেষে বুয়েটের ভিসি নজরুল ইসলাম জানান, সার্বিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কি করেছি, তা জানিয়েছি। সব শুনে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলেছেন। পদত্যাগ বা অন্য কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শুধু শুনেছেন। পরিস্থিতি ও আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরে হয়তো তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দেবেন।

আলোচনার সুযোগ নেই, পদত্যাগই দাবি

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিসিসহ সিন্ডিকেটের আট সদস্যের বৈঠকের ব্যাপারে এক প্রতিক্রিয়ায় গতকাল রাতে বুয়েট শিক্ষক সমিতির নেতারা বলেছেন, কোনো আলোচনা নয়। ভিসি ও প্রো-ভিসিকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। এর বিকল্প নেই।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ভিসি ও তার অনুগতরা। ভিসির বক্তব্যে আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস নেই। তার সাথে কোনো আলোচনার সুযোগ নেই। যথেষ্ট কালক্ষেপণ হয়েছে। আড়াই বছর ধরে নানাভাবে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি শোনেননি। বরং শিক্ষকদের বিরুদ্ধেই অপবাদ দিয়েছেন। ভিসি এবং প্রো-ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে তিনি জানান।

আন্দোলনে সংহতি এলামনাই এসোসিয়েশনের

ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চলমান আন্দোলন ও দাবির সাথে সংহতি জানিয়েছে বুয়েট এলামনাই এসোসিয়েশন। একইসাথে দাবির সাথে সংহতি জানিয়েছে প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও প্রকৌশল পেশার বিভিন্ন সংগঠন। গতকাল বিকালে বুয়েটের কাউন্সিল ভবনের সামনে এক সমাবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বুয়েট এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের সভাপতি মোবাশ্বের হোসাইন, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ঢাকা সেন্টারের সভাপতি মঈন উদ্দিন-আহমেদ, বুয়েট ছাত্র সংসদের প্রাক্তন ভিপি খন্দকার মো. ফারুক প্রমুখ। এছাড়া বুয়েটের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংগঠনও আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়েছে।

যে পথে এলো বুয়েটের এই আন্দোলন

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে অর্ধশতাধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে উপেক্ষা করে হাবিবুর রহমানকে প্রো-ভিসি নিয়োগের পর দানা বাঁধে শিক্ষকদের ক্ষোভ। ২০১০ সালের আগস্টে বর্তমান ভিসি নজরুল ইসলামের নিয়োগের পর বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অতিরিক্ত দায়িত্ব বন্টন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন শিক্ষকরা। দলীয়করণসহ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ এনে প্রতিকার দাবি করে ২০১০ সালেই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে শিক্ষক সমিতি। ২০১১ সালের শেষদিকে ১৭টি অভিযোগ এনে আন্দোলনে নামে শিক্ষক সমিতি। এ বছরের জানুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে তালা মারে সরকার সমর্থিত বলে পরিচিত কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এরপরই কঠোর আন্দোলনে নামেন শিক্ষকরা এবং ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবি জানান। বিক্ষোভ মিছিল, মৌন মিছিল ও মানববন্ধন করেন তারা। অবস্থার প্রতিকার না হওয়ায় গত ৭ এপ্রিল থেকে টানা ২৮ দিন ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষকরা। ৪ মে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পর এক মাসের মধ্যে ভিসি এবং প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবি বহাল রেখে ৭ মে থেকে নিয়মিত ক্লাসে যোগ দেন শিক্ষকরা।